**বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বিএমএ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম, শনিবার, ২৭ আশ্বিন ১৪২০, ১২ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ,

ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

প্রিয় সৈনিক ও ক্যা­ডেটবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। দে­­শর সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং বি­দে­শে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যেসব বীরসেনানী শাহাদতবরণ করেছেন, তাঁ­দের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

আমি মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে শহীদদের আত্মার মাগফিতার কামনা করছি।

উপস্থিত সুধী,

১৭৫৭ সা­লে সবাধীনতা-বি­রোধী বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী মীরজাফর-রায়দুর্লভ-উমিচাঁদদের ষড়য­ন্ত্রের কারণে পলাশীর আম্রকান­­ন বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

আমরা আবদ্ধ হই পরাধীনতার শৃঙ্খ­­ল। ১৯৪৭ সা­লে এক বুক স্বপ্ন নি­­য়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। কিন্তু শেষ হয় না বাঙালির শোষণ-বঞ্চনা। শুরু হয় নব্য উপনি­বেশিক শাসন ও শোষণ।

বাঙালি জাতির স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনা থে­কেই শুরু হয় আন্দোলন ও সংগ্রামের নতুন অধ্যায়। প্রতিবাদী হয়ে ও­­ঠ বাঙালি। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, আটান্নর সামরিক শাসন বিরোধী আ­­ন্দালন, ছেষট্টির ছয়দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থা­নসহ বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে উত্তাল হয়ে ও­­ঠে সমগ্র বাংলা­দেশ। বঙ্গবন্ধু হ­য়ে ও­ঠেন বাঙালি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর দূরদর্শী, বলিষ্ঠ ও তেজোদ্দীপ্ত নেতৃ­­ত্ব কেঁপে ও­­ঠে সামরিক সরকারের মসনদ।

অবশেষে স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা সত্তরের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃ­­ত্ব আওয়ামী লীগ অর্জন ক­­রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু এর পরেও শেষ হয় না ষড়যন্ত্র, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে চলতে থাকে এ­কের পর এক টালবাহানা।

ক্ষো­ভ-বি­ক্ষোভে ফে­­টে প­­ড়ে চির সংগ্রামী, অকুতোভয় ও মুক্তিপাগল আপামর বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনতার মহাসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন: ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

২৫শে মার্চের কালরাতে শুরু হয় অপারেশন ‘সার্চ-লাইট'। বাঙালি নিধনে শুরু হয় পৃথিবীর ইতিহাসের নৃশংস ও বর্বরতম গণহত্যা। গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু, নিক্ষিপ্ত হন পাকিস্তানের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে।

শুরু হয় প্রহসনের বিচারের মাধ্য­মে বঙ্গবন্ধু­কে হত্যার নীল-নকশা ও গভীর ষড়যন্ত্র। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশজু­­ড় শুরু হয় সর্বাত্মক স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙালির দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। বি­শ্বের মানচি­­ত্রে অভ্যুদয় ঘ­টে স্বাধীন-সার্ব­ভৌম বাংলা­দেশ নামক নতুন এক রা­ষ্ট্র বাংলাদেশের।

সম্মানিত সুধী,

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন ক­­রেন মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, আপামর জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুরু হয় সংগ্রামের আর এক নতুন অধ্যায়। এ সংগ্রাম দেশ গঠনের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু তাঁর নতুন কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এ কর্মপরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল একটি দক্ষ, আধুনিক ও বিশ্বমা­নের সামরিক বাহিনী গ­ড়ে তোলা।

স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ১৯৭৪ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। ১৯৭৫ সা­লের ১১ই জানুয়ারি এ একাডেমির প্রথম ব্যাচের ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠা­নে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছি­লেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সেদিন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি­কে নিয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন। সেদিন তিনি বলেছি­লেন, এ একাডেমি শুধু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়ই নয়, বরং সমগ্র বি­­শ্বের ম­­ধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক একাডেমি হি­­সেবে প্রতিষ্ঠিত  হ­বে এবং সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একদিন এই একাডেমি দেখ­তে আসবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভা­­বে ১৯৭৫ সা­লের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু কতিপয় বিপথগামী দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হন। তাঁর সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন ব্যাহত হয় ।

সুধিবৃন্দ,

এবার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসার পর আমার সরকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে উ­দ্যোগ গ্রহণ করে। আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের ল­ক্ষ্যে একটি বিশ্বমানের মিলিটারি একাডেমি গড়ে তোলার জন্য ‘‘বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'' নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০০৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর আমি এই কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। দীর্ঘ প্রায় চার বৎসর ধ­­রে অব্যাহত পরিশ্রম ও নিরলস প্র­চেষ্টার পর এ কমপ্লেক্সের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

আমি ‘‘বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'' নির্মা­­ণের সা­­থে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। স্থাপত্যকলার অনন্য শৈলিতে নির্মিত নান্দনিক ও সুরম্য এ কমপ্লেক্সে সন্নিবেশিত হয়ে­ছে সকল প্রকার অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা।

এই কমপ্লেক্সে রয়েছে ৪৮টি ক্লাসরুম, ৩০টি লেকচার গ্যালারি, মডেল রুম, সিমুলেটর রুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, বিভিন্ন অফিস, ভিভিআইপি স্যুট, ব্যাঙ্কু­­য়ট হল, তিনটি প্লাজা, কারপার্ক, ১৬টি সিঁড়ি ও ৭টি লিফ্‌ট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসে­বে নয়, বরং জাতির পিতার কন্যা হিসেবে এই কমপ্লেক্স উ­দ্বোধন করতে পে­রে আজ আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি।

এই কমপ্লেক্স দে­খে আমার সাথে আপনারাও সবাই একমত হয়ে বলবেন, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ক্ষেত্রে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছি। বি­শ্বের বিভিন্ন দেশ থে­কে দেখতে আসার মত একটি একাডেমি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা সফল  হয়েছি। এজন্য মহান আল্লাহতায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

বাংলা­­দেশ মিলিটারি একাডেমির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘট­বে এবং সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার তৈরির ক্ষেত্রে এই একাডেমি আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলের সহায় হোক।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।